বিপদমুক্তির হাতিয়ার

দুআ ইউনুস

মূল
শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

সম্পাদনা
মুফতি মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

অধ্যায়ের ছবি
মহিউদ্দিন রূপম

বানান
উমেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘আমার ভাই ইউনুস (ﷺ) তিমির পেটে থাকাবস্থায় যে দুআটি করেছিল:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ “আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।” (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যখন এই দুআ পড়ে, আল্লাহ (ﷻ) তাকে নিষ্কৃতি দেন।’

সুনানু আত-তিরমিযী (৩৫০৫), আন-নাসাই (৬০৬)

নীড়পাতা

নবী ইউনুস ১৫
দুআ ইউনুস ৪৭

দুআ ইউনুসের অর্থ ৫১
দুআর অর্থ ৫৩
দুআকারীদের নানান অবস্থা ৫৭
দুআ ইউনুস ৬০
নবী ইউনুসের অবস্থা ৬৭
আল্লাহ কারও প্রতি যুলুম করেন না ৬৮
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘সুবহানাল্লাহ’
এর অর্থ ৭০
দুআ ইউনুসে তাহলীল ও তাসবীহ ৭২
দুআ ইউনুসের সারকথা ৭৮

বিপদ দূর করার সেরা মাধ্যম দুআ ইউনুস ৮১
আশা, ভরসা এবং ভয় কেবল
আল্লাহর জন্য ৮৩
আল্লাহর কাছেই চাওয়া ৯০
কালেমা পাঠে ইখলাস থাকা চাই ৯৩
তাওহীদের পাশাপাশি ইস্তিগফার
করার হিকমত ৯৭
তাওহীদের সঠিক বুঝ ১০১
রাসূল (ﷺ)-কে অনুসরণের গুরুত্ব ১০৫
ঈমানের ব্যাখ্যা ১০৯
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ১১১
ইবাদতের সারকথা ১২১
ভুল নিয়ত, ভুল সংকল্প ১২৬
লৌকিকতা এবং আত্মতুষ্টি ১২৮
দাস-রাসূল এবং রাজা-রাসূল ১৩০
আর-রুবূবিয়্যাহ এবং আল-ইলাহিয়্যাহ ১৩৮
নবীগণ মাসুম ১৪৯

তাওবাহ ১৫৪
শেষ ভালো যার, সব ভালো তার ১৬৪
আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন ১৭০
সত্যিকারের তাওবাহ মানুষকে পাল্টে দেয় ১৭৭

নিজের ভুল বুঝতে পারা ১৮৯

গুনাহের খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচবেন যেভাবে ১৯৭

প্রথম মূলনীতি ১৯৯
দ্বিতীয় মূলনীতি ২০৩
তৃতীয় মূলনীতি ২০৫

ভরসা শুধু আল্লাহর ওপর ২১৩

মনীষী পরিচিতি ২২১

নবী ইউনুস

আলাইহিস সালামের গল্প

ক্ষণিকের এই জীবনে সুখ দুঃখ পালা বদল করে আসে। কখনো সুখের পাল্লা ভারী হয়, কখনো দুঃখের। জীবন নামক নদীর এই বিরতিহীন স্রোত আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, দুনিয়াটা বিশাল হলেও এটা মুমিনের জন্য বড়ই সংকীর্ণ। এখানে পুরস্কার সীমিত পর্যায়ের, তেমনি শাস্তিও। হাদীসের ভাষায়, দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দীশালা আর কাফিরের জান্নাত। কিন্তু সবাই তো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তাহলে কেন এই পার্থক্য? পৃথিবী তো একটাই, তবে কেন এই তারতম্য? বিশ্বাস। ঈমানী চেতনা। যেখানে ঈমান আছে, সেখানে ভালো ফলাফল আছে। আর ভালো ফলাফলের জন্য পরীক্ষা অনিবার্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নবী-রাসূলগণের জীবনকাল নিয়ে ভাবা দরকার। তাহলে বুঝবেন, তাঁদের দুঃখ-কষ্টের বৃত্তান্ত, তাঁদের ধৈর্য সম্পর্কে জানা এবং এগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া আমাদের জন্য কতটা জরুরি। নবীরা আমাদের মডেল। তাঁদের জীবনাচার আমাদের জন্য সেরা পাথেয়। তাঁদের গল্প-কাহিনি থেকে আমরা আমাদের আদর্শ খুঁজে পাই। জীবনপথে সফল হতে তাঁরাই আমাদের সেরা পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সব নবীর পরীক্ষা নিয়েছেন। হাদীসে এসেছে জগতে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীদের। তাওহীদের মূর্তপ্রতীক ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে ফেলে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিজের স্ত্রী এবং নবজাতক ইসমাঈলকে মক্কার জনমানবহীন স্থানে রেখে আসতে হয়েছিল। পরে ইসমাঈল (আ.) যখন কিশোর বয়সে পা রাখলেন, তখন আবার তাঁকে কুরবানি করার মতো অসম্ভব পরীক্ষা দিতে হয়। ইউসুফ (আ.)-কে ছোটবেলায় বাবা হারাতে হয়েছে, ভাইদের কুচক্রান্তের শিকার হয়ে পরিত্যক্ত অন্ধকার কূপে রাত্রিযাপন করতে হয়েছে। পরবর্তী সময় দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়ে গেছেন, যুবক বয়সে ঘরনিদের প্রলোভনের শিকার হয়েছেন, এমনকি দীর্ঘদিন কারাজীবনও ভোগ করতে হয়েছে তাঁর। ইয়াকুব (আ.)-কে সন্তান হারানোর কষ্টে দীর্ঘদিন অন্ধ থাকতে হয়েছে। আইয়ূব (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল কঠিন রোগবালাই দিয়ে। টানা ১৮ বছর রোগের যন্ত্রণায় ভুগেছেন। একপর্যায় তাঁর শরীরের মাংস খসে পড়তে থাকে। শরীরে পোকা ধরে যায় । রোগশোকের এই দিনগুলোতে এক সহধর্মিণী ছাড়া পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, এলাকাবাসী কেউ তাঁর পাশে

ছিল না। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে তাঁকে থাকতে হয়েছে।[১] মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের হাতে প্রাণনাশের ভয় নিয়েই দিনাতিপাত করতে হয়েছে বহু বছর। আবার পরবর্তীকালে যখন ফিরআউনের উৎপীড়ন থেকে রেহাই মিলল, বনী ইসরাইলের কাছেই বারবার কষ্ট পেতে হয়। যাকারিয়া (আ.)-কে তাঁর জাতির লোকেরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। ঈসা (আ.)-কে হত্যার জন্য রাজদরবারের লোকেরা ঘিরে ফেলেছিল। পরিশেষে মৃত্যু ছাড়াই আল্লাহ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন। আর আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে এত এত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যে, এখানে নতুন করে বলা বাহুল্য। সীরাতের পাতায় সেই ঘটনাগুলো আজও অমর হয়ে আছে। এভাবে প্রত্যেক নবীই কঠিন সব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন।

অন্যান্য নবীদের মতোই নবী ইউনুস (আ.)-কে যে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে, তা বেশ বিস্ময়কর। কুরআনের ভাষায় তাঁকে যুন-নুন বা সহিবুল হূত বলা হয়। এর অর্থ মাছওয়ালা ব্যক্তি। ইউনুস নবীর জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল মাছের পেটে আটকা পড়া। এজন্য তাঁকে যুন-নুন বা সহিবুল হূত বলা হয়। মাছের পেটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তেমনি মাছের পেট থেকে রেহাই পাবার মধ্য দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিপদগ্রস্তের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন।

তিমির পেটে থাকাবস্থায় তাঁর কৃত দুআ আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। সেই দুআর ব্যাখ্যা নিয়েই ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) এই বই লিখেছেন। তবে দুআর ব্যাখ্যা জানার আগে নবী ইউনুসের কাহিনি জানা ফলপ্রসূ হবে। তাহলে পাঠক দুআর অর্থ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং জীবনের প্রতি পরতে পরতে এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

---

১. আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর অসুস্থতা ও বিপদ-আপদ সম্পর্কে যে তাফসীর ওপরে উল্লেখ হলো, তা ইসরাইলী বর্ণনার ভিত্তিতে। তিনি যে আপন সন্তান-সন্ততি, মাল-সম্পদ এবং রোগ-শোক এই তিনটি জিনিস দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত। কিন্তু এসবের তাফসীর পাওয়া যায় ইসরাইলী বর্ণনায়। এসব বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত বিষয়াদি সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভবনা রাখে; অর্থাৎ, এগুলো শরীয়তের অকাট্য দলীল নয়—এটাই আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের সাথে 'ইসরাইলী বর্ণনা' বলে উদ্ধৃতি করে এসব উল্লেখ করা যায়। পাঠকরাও একই বিশ্বাসের সাথে বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। তবে আইয়ূব আলাইহিস সালামের শরীরে কীড়া হওয়ার দরুন তাকে ঘৃণাভরে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়—এ জাতীয় বর্ণনাগুলো এড়িয়ে যাওয়াই কাম্য। কারণ, এগুলো নবীর শান ও মর্যাদার খেলাফ—যা অন্যান্য অকাট্য দলীল থেকে সাব্যস্ত। (সম্পাদক)

প্রথমে কুরআনের দিকে তাকানো যাক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنِ

‘আর নিশ্চয় ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন।’
(সূরা সফফাত, ৩৭: ১৩৯)

ইরাকে একটি অঞ্চল রয়েছে ‘মূছেল’ নামে। এই মূছেলের একটি জনপদ ‘নীনাওয়াহ’ বা ‘নীনোভা’ নামক স্থানেই ইউনুস (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। নীনোভার অধিবাসীদের মাঝে তিনি দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে বোঝাচ্ছিলেন তাওহীদ কী, পরকাল কী, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় ইত্যাদি। দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়ের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা, অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন তিনি। এভাবে মানুষকে ন্যায়ের পথে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু অতীতের সব সম্প্রদায়ের মতো এই সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। উল্টো তাঁর প্রতি নির্দয়, নির্মম আচরণ করা শুরু করল। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল দলবেঁধে।

কিন্তু ইউনুস (আ.) হাল ছাড়লেন না। স্বজাতির লোকদের কাছে তিরস্কৃত হলেন, পদে পদে অপমানিত হলেন। একজন মানুষকে যতভাবে কষ্ট দেয়া সম্ভব, কোনো পন্থাই বাদ রাখল না তাঁর জাতির লোকেরা। তিনি যতই ঈমানের দাওয়াহ দিচ্ছেন, ততই আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তাদের কুফর ও শত্রুতা প্রকাশ হু হু করে বাড়ছিল। সমাজের অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে, গোঁয়ার্তুমি ও অবাধ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলল তারা। দ্বীনের প্রতি ঘৃণা যেন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। আসলে একটি সমাজ যখন দীর্ঘকাল পাপের সাগরে ভাসতে থাকে, একটা সময় সেই সাগরই তাদের আবাসে পরিণত হয়। তখন কেউ এসে তীরে উঠে আসার আহ্বান জানালে তারা এটাকে পাগলের প্রলাপ বলে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তাআলা এই চিরন্তন সংঘাত সম্পর্কে কুরআনেও বলেছেন:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُوْنَ

'বান্দাদের জন্য আফসোস! তাদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছে, তখনই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।' (সূরা ইয়াসীন, ৩৬: ৩০)

অতীতের প্রত্যেক জনপদের একটি সামাজিক প্রথা ছিল, আল্লাহর পথের দাঈদের নিয়ে বিদ্রুপ করা; যা আজকের এই সভ্য যুগেও বিদ্যমান। জাহিলি যুগের এই কালচার মানুষ আজও টিকিয়ে রেখেছে। মূলত এই কষ্ট-স্বীকার নবীদের সুন্নাহ, তাঁদের অনুসৃত পথ। তাঁরা আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে কষ্টের সম্মুখীন হোন, প্রত্যাখ্যাত হোন, হুমকির মুখে পড়েন। কখনো কারাবন্দী, কখনো দেশত্যাগ, কখনো-বা প্রাণনাশের মতো নানা পেরেশানির মধ্য দিয়ে যান। আজও যারা এই পথের পথিক, তাদেরকে একই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কারণ, হক বাতিলের সংঘাত চিরন্তন। সংঘাত না হওয়াই বরং সন্দেহের।

ইউনুস (আ.)-এর জাতির লোকেরা নবীকে সাফ সাফ জানিয়ে দিলো, তারা তাঁকে মানবে না। ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলল, এত যে ভয় দেখাচ্ছ, পারলে আল্লাহর আযাব নিয়ে আসো। দেখি তোমার রবের শক্তি কতদূর! ইউনুস (আ.) তাদের ঔদ্ধত্য দেখে যারপরনাই অবাক হলেন এবং বিরক্তও হলেন। কোনো জাগতিক ফায়দা ছাড়া দিনরাত যাদের ডেকে চলেছেন, নিঃস্বার্থভাবে যাদের ভালো চাচ্ছেন, তারাই কিনা এত ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে! বিরক্ত হবারই কথা। দীর্ঘকাল দাওয়াতি কাজ করার পর তিনি একপর্যায় ভাবতে বাধ্য হলেন, এই লোকগুলো দাওয়াহর অযোগ্য। এদের সাথে আর নয়। আমি অন্য কোথাও চলে যাব। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে মানুষদের দাওয়াহ দেবো। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

'আর (স্মরণ করো) যুন-নুনের কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গেল এবং মনে করল, আমি তাকে পাকড়াও করব না।...' (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

অর্থাৎ ইউনুস (আ.) জাতির লোকদের ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়

তারা যেহেতু কর্ণপাত করছে না, তাই তাদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি তাঁর চেষ্টায় সামান্য কসুর করেননি। দাওয়াতে নিজের সর্বোচ্চটা ঢেলে দিয়েছেন জাতির হেদায়াতের জন্য। তা সত্ত্বেও তাদের এই অবহেলা বড়ই হতাশাজনক। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের ছেড়ে চলে যাবেন। দুই চোখ যতদূর যায়। মনে মনে এত দূর ভেবে ফেললেন, সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য মন স্থির করলেন।

নিজের ছামানপত্র গুছিয়ে একটি মালবাহী নৌকায় উঠলেন ইউনুস (আ.) । তিনি সিদ্ধান্তে অনড়, এখানে আর থাকবেন না। আল্লাহর জমিন বিস্তৃত। দাওয়াহর যোগ্য মানুষের অভাব হবে না দুনিয়াতে। তিনি তাদের মাঝে দাওয়াহ দেবেন। যাওয়ার আগে মানুষদের বলে গেলেন, তিন দিন পর আল্লাহর আযাব এসে তোমাদের শেষ করে দেবে।[1] দেখি তোমাদের কত সাহস, কত ক্ষমতা। এই বলে তিনি নৌকায় করে রওনা দিলেন।

নৌকা ভেসে চলছে সাগরের বুক চিরে। কিন্তু সাগরের মাঝপথে আসতেই দেখা দিলো বিপদ। হঠ্যাৎ অশান্ত হয়ে উঠল সাগর। অন্ধকার ছেয়ে গেল চারিদিকে। যেন আকাশ থেকে কেউ কালো রং ছুড়ে দিয়েছে মাঝসমুদ্রে! বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল। ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মালবাহী নৌকাও দুলছে সমান তালে। ক্ষণিক বাদেই শুরু হয়ে গেল প্রবল ঝড়। যাত্রীদের মাথায় যেন বাজ পড়ল এবার। একে তো নৌকা মালভর্তি, অন্যদিকে প্রচণ্ড তুফান! গন্তব্য এখনো বহু দূর। ফিরে যাবারও সুযোগও নেই। কী উপায়? প্রাণ নিয়ে কি ফেরা সম্ভব হবে? আতঙ্কে সবার বিহ্বল অবস্থা। সিদ্ধান্ত হলো, বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে নৌকার বোঝা কমাতে হবে। মালপত্র ফেলে দেয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তারা নৌকার ভার কমানোর জন্য নিজেদের মালপত্র সমুদ্রে ফেলতে আরম্ভ করল। একে একে সবাই তাদের ভারী মাল ফেলে দিলো। কিন্তু তাতেও বিপদ কাটার জো নেই।

তুফান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বড় বড় ঢেউয়ের কারণে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম। লোড আরও কমাতে হবে, নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে নিশ্চিত। এবার যাত্রীরা সিদ্ধান্ত নিল, যাত্রীদেরকেই ফেলে দিয়ে নৌকার বোঝা কমাবে। সবাই না বাঁচুক, অর্ধেক মানুষ তো বাঁচবে! ইতিহাসবিদদের অনেকে এ মতও ব্যক্ত করেছেন, সে সময় যাত্রীরা তাদের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বলাবলি করল, নিশ্চয়ই এই নৌকায় এমন কেউ আছে, যে তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। এজন্য আমরা এই ঝড়ের

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১ম খণ্ড)